বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম (২০২৪-২৫)

পর্যটনে তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির কার্যক্রম

-পর্যটন শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার জন্য ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি এর প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে 'পর্যটন শিল্পে তরুণ উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনা' শীর্ষক ৩টি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২ অনুসারে পর্যটনের বিভিন্ন উপখাতে উদ্যোক্তা হবার সুযোগগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের এসএমই ফাউন্ডেশন হতে উদ্যোক্তা হবার প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অর্থ ঋণ প্রাপ্তির বিষয়গুলো অবহিত করা হয়েছে।

পর্যটন খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট: পর্যটন খাতে সেবা রপ্তানির বিষয়ে প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্যে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি খাতে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ৩টি ট্রেডে (Food and Beverage, Front Office Management ও Ticketing & Reservation) ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ইন্টার্নশিপ চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ৮৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে (১) রিজার্ভেশন এন্ড টিকেটিং এ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৪৪ জন এবং চাকুরিতে আছেন ৩৭ জন; (২) ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিসে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ২৬ জন এবং চাকুরিতে আছেন ১৮ জন; (৩) ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্টে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ১৮ জন চাকুরিতে আছেন ১২ জন।

তরুণদের **ট্যুর গাইড** হিসেবে তৈরী করার জন্য সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর, বান্দরবান জেলার নাইক্ষংছড়ি, হবিগঞ্জ ও ঢাকা জেলায় ১৩৬ জনকে ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ,
সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর এবং ঢাকায় ১৬০ জনকে **ট্যুর অপারেটরদের** প্রশিক্ষণ,
বান্দরবান জেলার নাইক্ষংছড়িতে ৩০ জন **পর্যটন পরিবহন কর্মী,**
ঢাকার আশুলিয়ায় অবস্থিত বর্নচ্ছটা রিসোর্ট এবং খুলনার দাকোপে ৬০ জন **হোটেল-মোটেল-রিসোর্টকর্মী,**
কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে পর্যটন ১৫৩ জনকে **পর্যটন ভলান্টিয়ার**,
গাজীপুরের ফ্যান্টাসী কিংডম এর ২৫ জনকে **বিনোদন পার্ক কর্মী,**
সিলেট জেলায় ৬০ জনকে **ট্রাভেল এজেন্ট**দের ট্যুরিজম ও ট্রাভেল কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন, পর্যটন বান্ধব কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা, বাংলাদেশের পর্যটনের সমসাময়িক বিষয়ে ধারণা প্রদান, পর্যটনে করণীয় ও বর্জণীয় সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা যার ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীগণ পর্যটকগণকে অধিকতর সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়ে উঠেছেন।

কৃষি এবং কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম উন্নয়ন:

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর:

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় মুন্ডা জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঐতিহ্যবাহী শিল্প, গ্রামীণ সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ঘিরে কমিউনিটি ট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দারা অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং ব্যতিক্রম সেবা পেয়ে সন্তুষ্ট হচ্ছে পর্যটকও। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম উন্নয়নের লক্ষ্যে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় ২২-২৩ আগস্ট ২০২৪ ২৯ জন এবং ২৩-২৪ আগস্ট ২০২৪ ২৬ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ০১-০২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় মুন্ডা সম্প্রদায়ের ২০ জন তরুণ-তরুণীকে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ:

০৫-০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় ২৫ জন অংশগ্রহণকারীকে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সিলেট:

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ২৫-২৬ মে ২০২৫ তারিখে ৩০ জনকে গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং এর খাসিয়াপুঞ্জি-তে ০২(দুই) দিনব্যাপী "কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম" সিবিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কৃষি এবং কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম উন্নয়নের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য বিটিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিলেট পরিদর্শন করেন এবং বাগান মালিকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

যশোর:

২৯-৩০ জানুয়ারি ২০২৫ কৃষি পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে PUM Netherland, SMEF (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন), ILO (International Labour Organization) কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে যশোরের গদখালীতে পর্যটন স্টেকহোল্ডার, ফুলচাষী সংগঠনের সদস্য, ফুলচাষী ও বাগান মালিক মোট ৫০ জনের সমন্বয়ে ০৩ দিন ব্যাপি ফুলভিত্তিক এগ্রি ট্যুরিজম উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

এ অর্থবছরে মোট ১৩০ জনকে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম এবং ৫০ জনকে কৃষি ট্যুরিজমের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবনমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঐতিহ্যবাহী শিল্প, গ্রামীণ সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ঘিরে কমিউনিটি ট্যুরিজমের ও কৃষি ট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দারা অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং ব্যতিক্রম সেবা পেয়ে সন্তুষ্ট হচ্ছে পর্যটকও।

সেমিনার/কর্মশালা:

-০৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ট্যুর অপারেটরদের কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে International Labour Organization এর সাথে যৌথভাবে ২৫ জন ট্যুর অপারেটরের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এর সম্মেলন কক্ষে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

- ২৪ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি-তে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টরে "ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও চাকরীর সুযোগ" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

-০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের বিটিবির সম্মেলন কক্ষে ৩৫ জন সরকারি পর্যটন স্টেকহোল্ডার (বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহণে এবং ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ৪০ জন বেসরকারি স্টেকহোল্ডার ও মিডিয়াকর্মীর অংশগ্রহণে কৃষি পর্যটন প্রবর্তন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

- ১৯ ফেব্রুয়ারি ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটিতে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টরে হাউজকিপিং বিষয়ে দক্ষতা ও চাকুরির সুযোগ তৈরি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে খুলনায় "ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা" আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যা, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। কর্মশালাটিতে ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব সুন্দরবন (টোয়াস) এর সদস্যগণসহ এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম নাসরীন জাহান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

-১৫ মার্চ, ২০২৫ তারিখ চট্টগ্রামে 'Women in Tourism' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রায় ৫০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। ১৪-১৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে Women in Tourism শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, আইএলও এবং টিচাগাং উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিভাগের ২০০ জন নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

- ০১-০৩ মে ২০২৫ তারিখে যথাক্রমে ০১ মে ২০২৫ তারিখে Training Program for the Fostering of Improved Service to Tourism ও ০২ মে ২০২৫ তারিখে Awareness Program for the Fostering of Tourism Activities Among Govt Stakeholders এবং ০৩ মে ২০২৫ তারিখে Training Program for the Strengthening the Support Service to Tourism শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা চট্টগ্রামে আয়োজন করা হয়।

- ২০ জুন ২০২৫ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আন্তর্জাতিক ক্লাইমেট ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ৯৮ জন সদস্যের সাথে দায়িত্বশীল পর্যটন বিষয়ে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ক্লাইমেট

ক্যাম্পে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ICIMOD, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, OCREEDS, কাঠমান্ডু বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, JetNet-BD, SRCL, গ্লোবাল ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এটি একটি তরুণ-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ যা জলবায়ু শিক্ষা, নীতিনির্ধারণী সংলাপ, আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করছে।

-২০ জুন ২০২৫ পর্যটন ভবনের শৈলপ্রপাতে ১০০ জন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে রিভার ট্যুরিজম উন্নয়নে হাউজবোটের ভূমিকা ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
কর্মশালায় নদী পর্যটনে হাউজবোটের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পর্যটকদের জন্য উন্নত পরিষেবা প্রদান, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ, বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বআরোপ করা হয়।

পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন, প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ:

- ১৩-১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে চারদিনব্যাপী সকাল ১১:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত ঢাকার বনানীতে অবস্থিত মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক পার্ক খেলার মাঠে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অথেন্টিক ও ইউনিক খাবারের ফেস্টিভাল "টেস্ট অফ বাংলাদেশ" আয়োজন করা হয়।

এ ফেস্টিভালে ৬৪ টি জেলার ঐতিহ্যবাহী খাবার, রসনাবিলাস ও রন্ধনপ্রণালী উপস্থাপন করা হয়। প্রদর্শন। চারদিনব্যাপী এ আয়োজনে চল্লিশ হাজারের বেশী দর্শনার্থী অংশগ্রহণ করে এবং তাদের অভিজ্ঞতা সোসাল মিডিয়ায় শেয়ার করে। দেশীয় দর্শনার্থীর পাশপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী এ আয়োজনে অংশ নেয় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশী খাবার তাদের মধ্য মুগ্ধতা ছড়ায়। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার ও সংস্কৃতির অসামান্য মেলবন্ধন এই টেস্ট অফ বাংলাদেশ।"টেস্ট অব বাংলাদেশ" আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ও বাহারী খাবারের ব্রান্ডিং করা হয়েছে। ঢাকার নগর জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম। এ মাধ্যমে আমাদের শিশু-কিশোররা বাংলাদেশের বাহারী খাবারের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তদুপরি আমাদের ঐতিহ্যবাহী ও বাহারী খাবারের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। এই উৎসবের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনন্য উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে। এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে।

-৫-৭ জুলাই, ২০২৪ তারিখ রাজশাহী বিভাগীয় শহরে কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ এর তত্ত্বাবধানে "বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল, রাজশাহী" আয়োজন করা হয়। তিন দিনব্যাপী এ আয়োজনে প্যাকেজ অফারিং ও শোকেসিং এর পাশাপাশি সিল্ক শোকেসিং, সিল্ক প্রস্তুত প্রণালী, রাজশাহী বিভাগ তথা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রদর্শনী ও বিক্রয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ক্রাফট ও স্যুভিনিয়র প্রদর্শনী ও বিক্রয়, আম প্রদর্শনী, আঞ্চলিক ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি তুলে ধরাসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

- ১০- ১২ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে তিন দিনব্যাপী কাকিয়াছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শ্রীমঙ্গল ও সংলগ্ন এলাকার নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী খাবার, পণ্য ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি নিয়ে বর্ণিল হারমোনি ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হয়।

এ ফেস্টিভ্যালে শ্রীমঙ্গল ও সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত সকল ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসা হয় যেখানে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য, খাবার, জীবনাচার, পোশাক ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় করতে পেরেছে। এছাড়াও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি যেমন নাচ, গান, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানসহ যাবতীয় বিষয়াদি দর্শনার্থীদের সামনে উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছে।

- ১৫ নভেম্বর ২০২৪ মণিপুর মহারাস উৎসব উদযাপন কমিটি-২০২৪ এর সাথে যৌথভাবে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুরে মণিপুরী মৈতৈ সম্প্রদায়ের উৎসব রাসমেলা আয়োজন করা হয়।

মণিপুরী মীতৈ সম্প্রদায়ের এ বৃহত্তম উৎসবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দসহ দেশী-বিদেশী পর্যটকের ঢল নামে। মৌলভীবাজার, দিনাজপুর এবং কুয়াকাটার অংশগুলি প্রতি বছর বাংলা ক্যালেন্ডারে কার্তিক মাসের পূর্ণিমার সময় রাস উৎসবে দেশীয় দর্শনার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে পর্যটন রাজস্ব আয় হয়। রাসমেলার ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী নৃত্য উপভোগ করতে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুরে যান দেশ-বিদেশের অন্তত এক হাজার পর্যটক যা স্থানীয় হোমস্টে পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য পর্যটন সম্ভাবনার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করছে।

- ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০২৪ শেরপুরে ঝিনাইগাতী উপজেলার মরিয়মনগর সাধু জর্জের ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত নৃ-জনগোষ্ঠী গারোদের অন্যতম প্রধান উৎসব ওয়ানগালা আয়োজনে অংশগ্রহণ করা হয়।

গারোদের "ওয়ানগালা" উৎসবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড দৃষ্টিনন্দন ব্র্যান্ডিং, বর্ণিল লাইটিং, স্টেইজ নির্মাণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, প্যান্ডেল নির্মাণসহ যাবতীয় কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান করে। "ওয়ানগালা" বা নবান্ন উৎসবে বাংলাদেশী দর্শনার্থীদের পাশাপাশি বিদেশী ট্যুরিস্ট অংশগ্রহণ করে যা পর্যটনের ক্ষেত্রে অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

- কক্সবাজার জেলাকে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিরাপদ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও জেলা প্রশাসন কক্সবাজার কর্তৃক যৌথভাবে ২৯ নভেম্বর - ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ০৭ দিনব্যাপী কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ও শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। কক্সবাজার পৌরসভা, ইউ এন ভলান্টিয়ার, YASID (Youth Alliance for Sustainable International Development) ও ট্যুরিস্ট পুলিশ ক্যাম্পেইনে যোগদান করে।

-৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং কটেজ মালিক সমিতির উদ্যোগে জমকালো আয়োজনে বাংলার ভূ-স্বর্গ হিসেবে খ্যাত সাজেক ভ্যালীর রুইলুই পাড়ায় ২০২৪ সালকে বিদায় জানানো এবং নতুন বছরকে বরণ করা উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মতো 'সাজেক ফেস্টিভ্যাল' আয়োজন করা হয়। *এতে পাহাড়ে বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবনধারা তুলে ধরা হয়।*

- পরিচিতিমূলক ভ্রমণ আয়োজন করা হয়েছে। এবারের আয়োজনে সোর্স কান্ট্রিভিত্তিক ১০ টি দেশ হতে ২০ জন সাংবাদিক ও সোসাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার (প্রতি দেশ হতে ১ জন ট্রাভেল সাংবাদিক ও ১ জন সোসাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পরিচিতিমূলক ভ্রমণে ১২-২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে (৯ দিন ও ৮ রাত) নির্ধারিত আইটিনারি অনুসারে ঢাকা, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি জেলায় ভ্রমণ

করানো হয়। পরিচিতিমূলক ভ্রমণের পাশাপাশি নির্বাচিত দেশসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ওয়েব মিডিয়ায় নিউজলেটার, প্রেস রিলিজ প্রকাশ করা হয়।
বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের প্রচারের লক্ষ্যে সোর্স কান্ট্রিভিত্তিক অংশীজনদের কানেক্টিভিটি দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিচিতিমূলক ভ্রমণ আয়োজন করা হয়েছে।

- ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইডদের নিবন্ধন সনদ প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। *এর মাধ্যমে বাংলাদেশে পর্যটন খাতে ট্যুর অপারেশন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল ট্যুর অপারটর ও ট্যুর গাইডদের নিবন্ধনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।*

- সেন্টমার্টিন দ্বীপে অতিরিক্ত পর্যটক ভ্রমণের ফলে দ্বীপের সৌন্দর্য ও জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশের নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করছে। দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপে অতিরিক্ত পর্যটক ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে সেন্টমার্টিন দ্বীপে ট্রাভেল পাস প্রদান সংক্রান্ত একটি সফটওয়ার তৈরী করা হয়েছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের প্রতিবেশ ও পরিবেশ রক্ষায় সেখানে পর্যটকের সংখ্যা প্রতিদিন ২০০০ (দুই হাজার) নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে ট্রাভেল পাস ইস্যুর জন্য ওয়েব বেজড এপ্লিকেশন www.travelpass.gov.bd প্রস্তুত করা হয়। ০১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৮৩,৬০২ জন পর্যটক ট্রাভেল পাস সংগ্রহ করে সেন্টমার্টিন ভ্রমণ করেছে। এ সফটওয়্যারটি আপগ্রেডেশন করে জাহাজ টিকেট ক্রয়ের সাথে সমন্বিত করা হবে। সফটওয়ারটি কাস্টমাইজ ভবিষ্যতে যে সকল পর্যটন এলাকার ক্যারিং ক্যাপাসিটি নির্ধারণ করা হবে সেখানে ব্যবহার হতে পারে।

-হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দর ও সেন্টমার্টিনে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার পরিচালনা করা হচ্ছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা হচ্ছে। পযায়ক্রমে আরো ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা হবে।

- গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন গন্তব্যসমূহ ব্র্যান্ডিংয়ের নিমিত্ত মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল, গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং জিরো পয়েন্ট, বিজিবি ক্যাম্প এবং খাসিয়া পুঞ্জীতে ডেস্টিনিশনের ট্যাগ লাইন অনুযায়ী লেটার কাট ব্র্যান্ডিং স্থাপন করা হয়েছে।

- চট্টগ্রামের মিরসরাইতে ৭০টি সাইনেজ স্থাপন করা হয়েছে।

-Comprehensive Research and Analysis of the Tourism Sector's Contribution to the National GDP of Bangladesh বিষয়ক ১টি গবেষণা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সহযোগিতায় পরিচালনা করা হচ্ছে।

- ৫টি টিভিসি (1. Country brand name with recent development; 2. Eco-Tourism of Bangladesh; 3. Seasonal diversity of Bangladesh; 4. Safety announcement in Biman Bangladesh; & 5. Genealogy Tourism) নির্মাণ করা হয়েছে।

-পর্যটন আকর্ষণ বিষয়ক মানচিত্র, পোস্টার এবং দুই ধরণের ব্রশিউর মূদ্রণ করা হয়েছে।

-ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইনে পর্যটন প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলার অংশগ্রহণ:

- Travel & Tourism Fair (TTF) Kolkata 2024
- থাইল্যান্ড এ অনুষ্ঠিত PATA Travel Mart ২০২৪
- Tourism Expo Japan ২০২৪
- ইটালির রিমিটিতে অনুষ্ঠিত TTG Travel Experience
- সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত Internationale Tourismus Börse (ITB) Asia
- যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত World Travel Market (WTM)
- ঢাকায় অনুষ্ঠিত11th Asian Tourism Fair (ATF)-২০২৪ ও এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

পর্যটনের বিপণন ও উন্নয়নে বিশ্বের সব দেশের ট্যুর অপারটর, ট্রাভেল এজেন্ট, হোটেলিয়ার এবং পর্যটনের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, মিডিয়া পার্সন, পলিসিমেকার, ন্যাশনাল ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন, ট্রাভেল এসোসিয়েশন, এয়ারলাইন্স, এবং ভ্রমণ পিপাসুদেরকে একত্রিত করা পর্যটন মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে আগত এক্সিবিটর ও কো-এক্সিবিটির এবং দর্শনার্থীদের নিকট বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ তুলে ধরা, বিজনেস টু বিজনেস মিটিং ও কানেক্টিভিটি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এসকল মেলায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার

- (A) Heritage, Archeology and Architecture (B) Nature, Landscape and Wildlife (C) People, Lifestyle and Food (D) Culture and Festival এই ০৪ (চার)টি ক্যাটাগরিতে ফটো ও ভিডিও কম্পিটিশন-২০২৫ আয়োজন করা হয়। জুরি বোর্ড কর্তৃক ফটো ও ভিডিও যাচাই বাছাই সম্পন্ন করে ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি কম্পিটিশন-২০২৫ এর রেজাল্ট ১৮ জুন ২০২৫ অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। ২৬ জুলাই ২০২৫ হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ছাত্র-জনতার জুলাই-আগষ্ট ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান স্মরণে জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানে বিজয়ী ছবিসমূহ নিয়ে ছবি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ী প্রতিযোগী ০৫ (পাচ) জনকে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

- সংবাদ পরিবেশনকারীর কলম এবং লেন্সের মাধ্যমে ভ্রমণ এবং পর্যটন সম্পর্কে সংবাদ প্রচার এবং মিডিয়া কর্মীদের প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে ১০ জন সাংবাদিককে পর্যটন বিষয়ক প্রতিবেদন ও কনটেন্ট প্রচারের জন্য ট্যুরিজম মিডিয়া ফেলোশিপ ২০২৫ প্রদান করা হয়েছে।

- পর্যটন ভলান্টিয়ারদের কাজের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে পর্যটন ভলান্টিয়ার গাইডলাইন, ২০২২ অনুসরণ করে ১০ জন ভলান্টিয়ার নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।